brac

করোনার টিকা নিয়ে আপনার যত প্রশ্ন

১। করোনা টিকা কি নিরাপদ?

টিকা বিশেষজ্ঞদের মতে সিরাম ইনস্টিটিউটের তৈরি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা যথেষ্ট নিরাপদ। তবে টিকা নেওয়ার পরে কারও কারও ক্ষেত্রে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন : টিকা দেওয়ার জায়গায় ফুলে যাওয়া, সামান্য জ্বর হওয়া, বমি বমি ভাব, মাথা ও শরীর ব্যাথা। এসব সমস্যা দুয়েকদিন থাকতে পারে। এক্ষেত্রে যা করণীয় :

- টিকা নেওয়ার পরে যে কোনো শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে নির্ধারিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র/স্বাস্থ্যকর্মী/চিকিৎসকের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করুন।
- টিকা নেওয়ার পরে টিকাদান কেন্দ্রে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করুন।
- টিকা নেওয়ার পরেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাভাবিক জীবনযাপন করুন।

২। বর্তমানে বেশ কয়েকটি টিকা প্রচলিত আছে। বাংলাদেশে যেটি দেওয়া হচ্ছে সেটি কোনটি? অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা, ফাইজার নাকি মডার্না?

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে বাংলাদেশে সরকার ভারতের সিরাম ইন্সটিটিউটে উৎপাদিত অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার তৈরি টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে।

৩। অক্সফোর্ডের অ্যাস্ট্রাজেনেকাই যদি আনা হয়ে থাকে, তবে তা সরাসরি যুক্তরাজ্য থেকে না এনে ভারত থেকে আনা হলো কেন?

টিকা তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশ ভারত। তাদের ছয়টি বড় আকারের টিকা উৎপাদন কারখানা রয়েছে রয়েছে, যেখান থেকে পৃথিবীর ৬০ শতাংশ টিকা উৎপাদিত হয়। অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা তৈরি করছে ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট, যারা পৃথিবীর সবচাইতে বড় ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। সিরাম ইনস্টিটিউট প্রতিমাসে পাঁচ কোটি টিকা উৎপাদন করছে।

অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিক ভারতের সিরাম ইন্সটিটিউটে শুধু উৎপাদিত হচ্ছে। এই টিকা ভারত আবিষ্কার করেনি। দেখা গেছে, ফাইজার এবং মডার্নাসহ যে টিকাগুলো এখন বিশ্বে রয়েছে, তার মধ্যে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সবচাইতে কম।

৪। বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন কোন দেশে এই টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে? সেখানে সফলতার হার কেমন?

এই টিকা বাংলাদেশ ছাড়া যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রয়োগ করা হয়েছে। সেসব দেশে টিকার সফলতার হার ৬২-৯০ শতাংশের মধ্যে।

৫। সরকারি টিকার পাশাপাশি কর্মীদের জন্য ব্র্যাক কি আলাদাভাবে টিকা কেনার ব্যবস্থা করবে?

সরকারি টিকার পাশাপাশি ব্র্যাক তার কর্মীদের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে টিকা কেনার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

৬। ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে কারা অগ্রাধিকার পাবেন?

জাতীয় কোভিড-১৯ টিকাদান ও কর্মপরিকল্পনা অনুসারে অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকা অনুযায়ী সবাইকে টিকা দেওয়া হবে। এর মধ্যে আছে: **১.** সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী **২.** বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মী **৩.** বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনা **৪.** আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য **৫.** প্রতিরক্ষাকাজে নিয়োজিত বাহিনীর সদস্য **৬.** রাষ্ট্র পরিচালনায় অপরিহার্য কর্মকর্তা **৭.** নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি **৮.** গণমাধ্যমকর্মী, **৯.** সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার কর্মী **১০.** ধর্মীয় প্রতিনিধি, **১১.** মরদেহ সৎকারকাজে নিয়োজিত ব্যক্তি **১২.** জরুরি সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি **১৩.** নৌ-রেল-বিমানবন্দরে কর্মরত ব্যক্তি **১৪.** মন্ত্রণালয় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সরকারি কার্যালয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং **১৫.** ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী।

সরকার নিচের ছক অনুসারে মোট চারটি ধাপে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষকে করোনার টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

ধাপ	পর্ব	জনসংখ্যা (শতকরা হারে)	জনসংখ্যা (সংখ্যায়)
প্রথম	১(এ)	৩%	৫,১৮৪,২৮২
প্রথম	১(বি)	৭%	১২,০৯৬,৬৫৭
দ্বিতীয়	২	১১-২০%	১৭,২৮০,৯৩৮
তৃতীয়	৩	২১-৪০%	৩৪,৫৬১,৮৭৭
চতুর্থ	৪	৪১-৮০%	৬৯,১২৩,৭৫৪
সর্বমোট			**১৩৮,২৪৭,৫০৮**

জাতীয় পর্যায়ে প্রথম পর্বে COVID-19 ভ্যাকসিন বরাদ্দ পরিকল্পনা	
ষাট বছরের বেশি বয়সী মানুষ	১.২ কোটি
বেসরকারি পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবাদানকারী	৭ লাখ
পুলিশ	৫.৫ লাখ
সরকারি স্বাস্থ্য সেবাদানকারী	৪.৫ লাখ
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সম্মুখসারির সদস্য	৩ লাখ
বীর মুক্তিযোদ্ধা	২.১০ লাখ
স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও সহায়তা কর্মী	১.৫ লাখ
জনপ্রতিনিধি	৭০ হাজার
গণমাধ্যমকর্মী	৫০ হাজার
সিভিল সার্জন, জেলা প্রশাসক এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা	৫ হাজার

৭। কাদের টিকা দেওয়া যাবে না?

নিবন্ধন করেননি বা অগ্রাধিকারভিত্তিক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হননি, এমন কোনো ব্যক্তিকে কোভিড-১৯ এর টিকা দেওয়া হবে না। ১৮ বছরের নিচে, অন্তঃসত্তা ও শিশুকে দুগ্ধ দানকারী মা এবং অসুস্থ ও হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ব্যক্তিকে আপাতত টিকা দেওয়া যাবে না। সুস্থ হলে পরবর্তী সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত টিকাদান কেন্দ্র থেকে টিকা নিতে অনুরোধ করা হবে। ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে টিকা দেওয়া হবে না।

৮। একজনকে কত ডোজ টিকা নিতে হবে?

একজন মানুষকে ২ ডোজ টিকা নিতে হবে। প্রথম ডোজ নেওয়ার ২৮ দিন পরে দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে।

৯। টিকা নেওয়ার পর কী ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেবে?

অন্য সব ওষুধ কিংবা টিকার মতো এই টিকারও কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো খুবই মৃদু হয়ে থাকে, যেমন : টিকার স্থানে ব্যথা, ফোলা, লালচে ভাব, মাংসপেশি ও অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, দুর্বলতা, বমি বমি ভাব, জ্বর, ক্লান্তি ইত্যাদি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এখন পর্যন্ত মারাত্মক কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে টিকা নেওয়ার পরে যেকোনো সমস্যা হলে অবশ্যই দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

১০। শিশুদের কি টিকা নেওয়া লাগবে?

টিকা এখনও ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে শিশুদের ওপর প্রয়োগ করা হয়নি। সেজন্য এখন শিশুদের দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু ভবিষ্যতে শিশুদের টিকা নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

১১। কোভিড-১৯ থেকে সেরে ওঠা ব্যক্তি কি এই টিকা নিতে পারবেন?

কোভিড-১৯ পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসার ২৮ দিন পরে টিকা নেওয়া যাবে।

১২। টিকা নেওয়ার পর কী আমি আজীবন করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষা পাব? নাকি এটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সুরক্ষা দেয়?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টিকা নেওয়া মানেই করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার গ্যারান্টি নয়। তাই টিকা নেওয়ার পরেও মাস্ক পরা অব্যাহত রাখা, নিয়মিত হাত ধোয়া এবং সামাজিক দুরত্ব মেনে চলার বিষয়গুলো চালিয়ে যেতে হবে। যেহেতু টিকার কার্যকারিতা শতভাগ জানা নেই এবং টিকা মানুষের শরীরে কতদিন কার্যকর থাকবে সেটা কেউই নিশ্চিত নয়, সেক্ষেত্রে সংক্রমণ এড়াতে সতর্ক থাকাই নিরাপদ।

১৩। সরকারি টিকা পাওয়ার জন্য ওয়েবসাইটে বা অ্যাপে নিবন্ধন করার প্রক্রিয়া কী?

করোনার টিকা নিতে আগ্রহীদের নিবন্ধন করতে হবে 'সুরক্ষা' নামক ওয়েব পোর্টালে (www.surokkha.gov.bd)। অ্যান্ড্রয়েড বা অ্যাপল প্লে স্টোর থেকেও সুরক্ষা মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করে নিবন্ধন করা যাবে।

সেখানে গিয়ে 'নিবন্ধন' বাটনে ক্লিক করে প্রথমে ধরন নির্বাচন করতে হবে। এরপর জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর, জন্মতারিখ (এনআইডি অনুযায়ী) দিতে হবে। যার জাতীয় পরিচয়পত্র নেই, তিনি নিবন্ধন করতে পারবেন না এবং আপাতত করোনার টিকাও পাবেন না। ১৮ বছরের কম বয়সীরাও নিবন্ধন করতে পারবে না।

তথ্যগুলো ঠিকমতো দিলে বাংলায় ও ইংরেজিতে নাম দেখাবে। এরপর মোবাইল নম্বর দিতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি রোগ বা কো-মরবিডিটি থাকলে সেটা বলতে হবে। টিকা গ্রহণকারীর পেশা এবং কোভিড-১৯ সংশ্লিষ্ট কোনো কাজের সঙ্গে তিনি জড়িত কি না, তাও বলতে হবে।

সবশেষে টিকা গ্রহণকারীর বর্তমান ঠিকানা ও কোন কেন্দ্রে টিকা নিতে ইচ্ছুক, সেটি দিলে নিবন্ধন সম্পন্ন হবে। নিবন্ধন শেষ হলে নিবন্ধনকারীর নামে একটি কার্ড ইস্যু হবে। এই কার্ড সুবিধামতো জায়গা থেকে নিবন্ধনকারী প্রিন্ট করতে পারবেন। টিকা গ্রহণের দিন ওই কার্ড কেন্দ্রে আনতে হবে। আর কোনদিন টিকা নিতে হবে, তা মুঠোফোনে খুদে বার্তার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

১৪। আমি আমার সিরিয়াল আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নই, টাকা দিয়ে কিনে টিকা নিতে চাইলে তা সম্ভব?

না সম্ভব নয়।

১৫। এই টিকা নিতে কোনো টাকা লাগবে?

এই টিকা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।